তারিখ ... 8 AUG 2017 ...
পৃ ... কলাম ... ২ ...

সমকাল

শিক্ষা ক্যাডারে এবার রেকর্ড সংখ্যক পদোন্নতি হচ্ছে

■ বিশেষ প্রতিনিধি

এবার বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের রেকর্ড সংখ্যক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে। আজ মঙ্গলবার বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির (ডিপিসি) সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এবার তিন শতাধিক সহযোগী অধ্যাপক পদোন্নতি পেয়ে অধ্যাপক হতে যাচ্ছেন। সকাল ১০টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ডিপিসির এ সভা হবে। এরই মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) ১ হাজার ২৭৭ জন পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তার জ্যেষ্ঠতার চূড়ান্ত তালিকা (গ্রেডেশন লিস্ট) করে মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। তবে এ তালিকায় অযোগ্যরাই শীর্ষে রয়েছেন বলে অভিযোগ শিক্ষকদের।

ডিপিসির সভা আজ

মাউশির সহকারী পরিচালক (কলেজ-২) মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সমকালকে জানান, সরকারি কলেজের ১৯টি বিষয় ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সাত থেকে আটটি বিষয়ের ১ হাজার ২৭৭ সহযোগী অধ্যাপককে পদোন্নতির দেওয়ার জন্য তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষা ক্যাডারের এটাই হবে সবচেয়ে বড় পদোন্নতি। প্রতিটি বিষয়ে এবার ২০ শতাংশ সহযোগী অধ্যাপককে পূর্ণ অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হবে।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে ডিপিসির সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) ড. মোল্লা জালাল উদ্দিনসহ ডিপিসির সদস্যরা উপস্থিত থেকে পদোন্নতির তালিকা চূড়ান্ত করবেন।

তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পদোন্নতির তালিকায় শীর্ষে যাদের নাম রয়েছে তাদের অনেকেই ২০১০ সালে সহকারী অধ্যাপক এবং ২০১৪ সালে সহযোগী অধ্যাপক হয়েছেন প্রমার্জন পেয়ে। অথচ বিভাগীয় সব পরীক্ষায় পাস করে ২০০১ সালে সহকারী এবং ২০০৬ সালে সহযোগী অধ্যাপক হওয়া কর্মকর্তাদের নাম তালিকার শেষদিকে রাখা হয়েছে। ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিসহ কয়েকটি বিষয়ের পদোন্নতির খসড়া তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন অযোগ্যরা। অথচ বিভাগীয় পরীক্ষায় পাসসহ নিয়মিত পদোন্নতিপ্রাপ্ত ও মেধাবীদের নাম রয়েছে অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে। এতে তারা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন। মাউশির এক শ্রেণির কর্মকর্তা অর্থের বিনিময়ে তালিকার শীর্ষে অযোগ্যদের রেখেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন, বিধি অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদানের তারিখ থেকে। খসড়া তালিকা করার ক্ষেত্রে এ বিধানও মানা হয়নি। আইন ভঙ্গ করে ২০০৬ সাল থেকে প্রমার্জিতদের অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে। এতে শিক্ষা ক্যাডারে চরম অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। তারপরও মাউশি একইভাবে বিধি ভঙ্গ করে অধ্যাপক পদে পদোন্নতির খসড়া তালিকা চূড়ান্ত করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কলেজ উইং থেকে জানা গেছে, তদবিরের চাপ এড়াতে এবার পদোন্নতি আদেশের সঙ্গে সঙ্গে পদায়নও করা হবে। এর বাইরে রিজার্ভ পদের বিপরীতেও পদোন্নতি দেওয়া হবে। অধ্যাপক পদের জন্য বিসিএস ১৪তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের এবার বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর